পাশের গ্রাম – মোঃ শহিদুল ইসলাম

আঁধার শেষে দিনের আলো
পাশের গ্রাম জুড়ে ,
কুঠুরি ছেড়ে ফুলের বনে
ভোমর চলে উড়ে।
বিহগ ডাকে গাছের ডালে
বসে আপন মনে,
পালক মেলে অনেক পোকা
ওড়ে বায়ুর সনে।
ফসল ভরা গাঁয়ের মাঠে
জমিন জুড়ে আছে ,
সুপারি পাকা হলুদ রঙে
ঝুলতে দেখি গাছে।
শেওলা ভাসে নদীর জলে
আহার খোঁজে হাঁসে ,
ফসলহীনা জমিন দেখি
ভরা সবুজ ঘাসে।

তপ্ত রোদে কৃষক ক্ষেতে
আছে নানান কাজে ,
কষ্ট হলে ছায়ায় বসে
তামাশা করে বাজে।
দুপুরবেলা পুকুরপারে
বহু লোকের ভিড়ে ,
গোসল শেষে গাঁয়ের বধূ
ফেরে আপন নীড়ে
মায়ের মুখে গল্প শুনে
কত্তো ভালো লাগে ,
যুদ্ধে যাওয়ার ই ”েছটা তাই
মনের মাঝে জাগে।

স্বাধীনতার গল্প – মোঃ আতিকুর রহমান

যুদ্ধ যখন বাঁধলো দেশে
জন্ম নেইনি তখন,
মায়ের মুখে শুনেছি তা
ছোট্ট ছিলাম যখন।
দামাল ছেলে যুদ্ধে নামে জীবন বাজি রেখে,
কাঁপতে থাকে শত্রুসেনা এদের সাহস দেখে।
ন’মাস তারা যুদ্ধ করে মাটির মায়ার তরে,
জীবন দিয়ে আনলো সে জয়
বাংলা মায়ের ঘরে।
নীল আকাশে কেতনখানা
উড়ছে আপন মনে,
মুক্ত হাওয়া দোল দিয়ে যায়
সবুজ মাঠ আর বনে।

কাজের মেয়ে – মোঃ রাজিব হুমায়ুন

পেটের দায়ে কম বয়সে
বাসায় নিল কাজ,
কাজের মেয়ে তার পরিচয়
নেই কখনো সাজ।

গরিব বলেই পড়ার সুযোগ
পেল না সে আজ,
নিত্য জোটে ঠোঁটের প্রহার মনে দুখের খাঁজ।
সবার আগে জাগে রোজই
যখনই হয় ভোর,
সারাবেলা খেটে মরে
পায় না দেহে জোর।
অসুখ হলেও তার বেলাতে বন্ধ মায়া দোর,
সবার শেষে খাবার মেলে
হয় না তবু চোর।
কটু কথা বলে না সে
মনে আছে লাজ,
দিনে-রাতে ঘাম ঝরিয়ে
পরায় সুখের তাজ।

ঋতুর দেশে – রাজীব হাসান

ছয়টি ঋতুর দেখা মেলে
সোনার বাংলাদেশে
কবিরা তাই ফিরে বাংলায়
নানান পাখির বেশে।
ঋতুর খেলা শীত বসন্তে
হরেক রকম ফুলে
নতুন নতুন ফুলের মালা গোজে খুকি চুলে।
ঋতুর দেশে ফুটছে দেখো চম্পা চামেলি জুঁই
ইচ্ছে জাগে সকাল বিকাল হাতটা বাড়িয়ে ছুঁই।
ঋতুর দেশে চাঁদর গায়ে গাঁয়ের বৃদ্ধ যুবক

হাটু জলে মাছ শিকারে
নেমেছে এক বক।

লিমার ছড়া – জাকিরুল চৌধুরী

লিমা তুমি ছড়া লিখো
প্রেম বিরহের কবিতা,
আঁকো তুমি নিত্য দিনে
আমার রুপের ছবিটা।
লিমা তোমার প্রিয় ছড়া
পড়তে আমি পারি
সেই ছড়া নিয়ে একদিন
আইসো আমার বাড়ি।
তোমায় নিয়ে লিখব আমি
দারুণ প্রেমের পদ্য
সেই পদ্য হবে না আবার
তোমার প্রেমের গদ্য।

শীতে নতমুখে অভিমান – রফিকুল ইসলাম

কুয়াশার কাফনে দুয়ারে শীতেরা এসেছে
জানে না ওরা সে আসেনি আর ফিরে গেছে,
মানবশিশু উষ্ণতা যাচে শীতে অন্তঃসত্বা রাতে

অভিমান তার হিম আর ধবল কুয়াশার সাথে। দেখেছিল সেদিন—শৈত্যপ্রবাহের প্রচণ্ড চোট ঠিকানাহীন দিগম্বর শিশুর কম্পিত দু’টি ঠোঁট। ডাকলেও আর দেবে না সাড়া বলবে না কথা
বিপন্ন শিশিরে ভিজেছিল তার চোখের পাতা
কেঁদে ঝরেছিল উঠোনে হিমে শিউলি থরেথর
কেঁপে উঠেছিল তার ক্ষোভে অব্যক্ত কণ্ঠস্বর
নপুংসক এজগতে ছেড়ে গেছে তার অধিকার
চলে গেছে সে নিয়ে একতাল রিক্তের হাহাকার..!!

নবান্নের হাসি – মোঃ মজিবুর রহমান

নতুন সকাল নতুন সূর্য
নবান্নের সেই সকালে,
পিঠা উৎসব বাড়ি বাড়ি
মুখে হাসি কৃষাণে।

মাঠ ফুটেছে নতুন ধানে দেখতে চলো মাঠেতে,
কৃষক মাঠে হাসি মুখে মাথায় সূর্যের আলোতে

নতুন বধূর নতুন শাড়ি, দেখতে আসে সকলে,
বিয়ে বাড়ি চলে ধুমধাম অগ্রহায়ন এর বিকালে।

পাকা ধান – রাজীব হাসান

পাকা ধানের ঘ্রাণে টানে
কৃষাণ-কৃষাণীর মন
ঘরে ঘরে উঠবে আবার
সোনালী সে আমন।

ধান কাটতে ছুটছে সবাই
কাস্তে হাতে মাঠে
মারাই করে ধান গুলো সব
বেচতে হবে হাটে।

কিনতে হবে বাজার সদাই
দিতে হবে দেনা
ধান বেচে তাই শখের গাড়ি
হয়নি তবু কেনা।

ভালোবাসা – রুমী খান

কিছু ভালোবাসা অমর হয়ে
থাকে স্মৃতির পাতায়,
কিছু প্রেম ব্যার্থ হয়ে
থাকে শুধু চোখের পাতায়।

কিছু ভালোবাসা বেচেঁ থাকে
উপন্যাস হয়ে,
কিছু আবার থাকে বেচেঁ কবিতা হয়ে।
গল্প উপন্যাস কবিতা
কারো চোখের জল
এসবই প্রেমের সফল।

ভালোবাসা ভুলা যায় না !
তাই বলে কি ?
প্রেম না করলে
কবি হওয়া যায় না ..।

বিজয় বাংলা – মাহবুব -এ-খোদা

ডিসেম্বরে বিজয় বাংলা
খোদার অশেষ দান ,
সবাই মিলে রাখতে হবে
শহিদ -গাজীর মান।

লক্ষ মায়ের ইজ্জত হারা
লাল-সবুজের ঝাণ্ডা ,
কেড়ে নিতে আসলে কেহ
মারবো ছুঁড়ে ডাণ্ডা।

বীরবাঙালির রক্তে ভেজা
আমার সোনার দেশ ,
বাংলা মাকে বাসবো ভালো
সবার চেয়ে বেশ।